প্রতি তারিখ - ০৩-০৮-১০

মাননীয় কবীর সুমন
সাংসদ, ভারত সরকার

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আশা করি আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন সোনামুখী গ্রামের গৃহবধুদেরকে কংগ্রেস ও সিপিএম এর যৌথবাহিনী দ্বারা বর্বরতাপূর্বক ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানীর মর্মান্তিক ঘটনা। টিভি-তেও নিশ্চয়ই দেখেছেন। শুধু তাই নয় নিপীড়িতরা মিডিয়ার কাছে মুখ খুলে ঝাড়গ্রামে এসডিও এর কাছে কাছে ন্যায়বিচারের আশায় গেলেও দোষীদের কোনরকম শাস্তি না হওয়ার ফলে আমরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামলাম। সোনামুখী থেকে ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রাম থেকে বিনপুর সমগ্র এলাকার মেয়েরা নিজে নিজের চোখের জল মুছে কোমর বেঁধে ঝাড়গ্রাম গেলাম। এসডিও সাড়া দেয়নি কিন্তু ১৬ ও ১৭ই জুলাই পুলিশ আমাদেরকে মারধোর করলো, তাড়ালো অথচ আমরা বুঝলাম না আমাদের দোষ কি? কথা এখানে শেষ হয় নি, শুরু হলো।

আমরা ন্যায় চাইলাম কিন্তু পেলাম না। তাই আমরা মুখ বন্ধ করতে চাইলাম না ফলে প্রশাসন সিপিএম আমাদেরকে আরো আক্রান্ত করতে চাইলো। আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে বিনপুরের দহিজুড়ীর কাছের গ্রাম গোঁসাইডাঙ্গার বাসিন্দারা রোড অবরোধ করতে চাইলো। যৌথবাহিনী ওদের উপর অত্যাচার চালিয়ে ২০-২৫ জনকে আহত করলো। হাহাকার করে এই আক্রান্ত এই আদিবাসীরা ঝাড়গ্রাম সরকারী হাসপাতালে গেল। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ও অন্যান্যবাবুরা বললো আদিবাসী ও মাহাতোদের এখানে চিকিৎসা মিলবে না। গরীব মানুষ আমরা কোথায় যাবো বুঝলাম না। বেসরকারী হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সাহসও নেই টাকাও নেই। তাই সবাই মিলে আবার গেলাম সরকারী হাসপাতালে। এবার আমরা হাজার হাজার মানুষ গেলাম। প্রশাসন ও পুলিশ কর্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম চিকিৎসা করাবেন না তো মারছেন কেন? শুনলো না। তবে আমরা সমস্ত গৃহবধু, আমাদের মেয়ে, বউমা, বৌদি, বোন, দিদিমা সবাই একজুট হলাম। আমাদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য মুখ খোলার জন্য কেউ নেই বলে কেঁদে চুপ করে থাকিনি। আমরা দাঁড়াতে চাইলাম। মহকুমা থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত সমস্ত দরজায় কড়া নাড়লাম। তাই 'নারী ইজ্জত বাঁচাও কমিটি' নামে দুনিয়ার সামনে যেতে চাইলাম।

এখানে আপনাকে একটা কথা বলা জরুরী। যুব কংগ্রেসের নেত্রী উষা নাইডু সোনামুখী গ্রামে আসলো। কথা বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল। তিনি মহিলা, আমাদের কান্না মুছলো, নিজেও কেঁদে ফেললো। কিন্তু দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবি করেনি। রাহুল বাবুকে রির্পোটি দেবে বললো। দিয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু পিড়ীতদের পক্ষে যে আওয়াজ উঠানো জরুরী তা উঠায়নি। কিন্তু ঐ সময়ে শুনলাম খেজুরী রাস্তায় মমতা দিদিমনির মানুষরা তাকে উৎপীড়ন করলো। আশা করলাম সোনিয়াদি, মমতাদি কিছু বলবে। তার নেত্রীর জন্য বলেনি আমাদের জন্য বলার ওদের সময় কোথায়। বড়ো আকারে বাহিনী গ্রামে ঢুকে আমাদের ইজ্জতের সঙ্গে খেলা খেলছে, খুন করছে, ধর্ষণ করছে। তবুও এরা মুখ খুলে তাদের সেনাকে প্রত্যাহার করবে না। এটা কি সভ্য সমাজের ন্যায়? এটা উচ্চ নাগরিক মানুষের চিন্তাভাবনা? ভাবলাম, দুঃখ পেলাম। আমাদের মনের আঘাতকে শুধু মলম দেওয়ার চেষ্টা করলে কি আমাদের পক্ষে দাঁড়ানো হবে।

আমরা কখনও অন্যায় করি নি। আমরা কখনও থানা কোর্টে যাইনি। আমরা কাউকে মারপিট করিনি, লুট করিনি, বাজারে রাস্তায় আমরা বের হই না। মাহাতো সমাজের রীতিনীতি গ্রামের মানুষের মান-সম্মান, এবং পারিবারিক সম্মানকে বাঁচাতে চাইলাম। কোনরূপে আমরা সংসার চালাচ্ছি। তবুও আমাদের গ্রামগুলোতে দিবারাত্রি যৌথবাহিনী, হার্মাদবাহিনী, পাটোয়ারী বাহিনী (স্পঞ্জ আয়রন কারখানার মালিকের বাহিনী) ও অন্যান্যরা জোর জুলুম দেখালেও আমরা চুপ করে থাকি। গভীর রাতে আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে একজন-দুজন নয়, অনেক জানায়োর আমাদের রেপ করলো, শ্লীলতাহানী করলো। আমাদের বৃদ্ধা মা সরবালা মাহাতো (৭৫ বছর) করলো 'কেন এরকম বর্বর কাজ করছো?' এই প্রশ্ন করার জন্য তাঁর শরীরে উপরে বন্দুক নিয়ে জানোয়ারগুলো নাচ করলো। ওরা কি করে নি বলুন আপনি। ঐ অত্যাচারে আমাদের মা সরবালা মারা গেলেন। মায়ের মরদেহকেও দিতে চায় না সরকার। বাড়ীতে নিজে পড়ে গেল আহত হয়ে মারা গেল বলে ঝাড়গ্রাম থানার বড়বাবু, ছোটবাবু সাইন করাতে জোর জুলুম করলো। আমরা মানিনি।

যেকোন ভাবে মরদেহ গ্রামে এনে সম্মান করলাম। কবীর সুমন বাবু আর আমরা বলতে পারবো না। চোখে জল পড়ছে। লিখতেও পারবো না। গ্রামের ছেলেকে নিয়ে লিখছি। আপনার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা। এই পিড়ীত মহিলাদের ইজ্জত বাঁচাতে আপনি সংসদের সামনে কাপড় খুলে প্রদর্শন করবেন কিংবা আমাদের ইজ্জত বাঁচাতে আমাদের গায়ে কাপড় দিয়ে আন্তরিকভাবে সম্মান করে রুখে দাঁড়াবেন। কি করবেন। আমরা তো আশা করছি আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কষ্টকে বুঝে ইজ্জত সম্মান রক্ষা করার জন্য সংসদে মুখ খুলবেন।

সুমন বাবু আরো একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন, কথা এখনো শেষ হয়নি। চোখের জল শুকায়নি। মুছানোও হয়নি। খেতে বসলাম। মন চাইছে না খেতে। উঠে দাঁড়ালাম। দিকে দিকে খবর দিলাম। আবার ঝাড়গ্রাম গেলাম। চৌঠা শ্রাবন (২০ শে জুলাই) কোনভাবে ঝাড়গ্রাম ঢুকলাম একদিক থেকে। কেউ বলো ৩৫ হাজার মহিলা, অন্য কেউ বললো ৪০ হাজার, কেউ বললো ৫০ হাজার। জানি

না কত গেলাম। আমরা তো অত লেখাপড়া জানি না, আন্দাজ নেই আমাদের। সম্ভবত আপনি টিভিতে দেখেছেন। তবুও ন্যায় আমরা পাইনি। মার খেলাম, পিটালো, তাড়ালো আবার আমরা আক্রান্ত করলো। তবুও আমরা পরাজয় স্বীকার করিনি। চারিদিকে খবর দিলাম। আরো আরো মহিলাকে ডাক দিলাম - ইজ্জত বাঁচাতে রনাঙ্গনে আসুন। শ্রাবন মাস, মাঠে কাজের দিন। কি করবো? আমাদের ক্ষেতের ফল বৃদ্ধি হচ্ছে না, মাঠে জল নেই। তবুও মাঠেও গেলাম, রাস্তায়ও নামলাম। আমাদের ইজ্জত বাঁচাতে স্কুলে পড়াশোনা করা আমাদের প্রিয় সন্তানরা মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচাতে, সম্মান রক্ষা করার জন্য ঝাড়গ্রামে যে আওয়াজ তুললো চারিদিকে তা প্রতিধ্বনি হয়ে উঠলো। আরো আরো মিছিল বের হলো। ২১শে জুলাই মমতাদিদি ধর্মতলায় ঘোষণা করলেন তিনি লালগড়ে যাবেন। আশা করলাম তিনি চোখের জল বের না করলেও আমাদের সান্ত্বনা দিতে নারী হয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের বাহিনী আমাদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন। আমরা জঙ্গলমহলের মা, মাটির মানুষ। ২০ শে জুলাই ঝাড়গ্রামে আমাদের প্রতিবাদ কি তাঁর চোখে পড়ে নি? জঙ্গলমহলের মহিলাদের যারা মাটির মানুষ তাঁদের প্রতিরোধ, জমায়েত, দাবি, তাঁদের কষ্ট কি তাঁর কানে ঢোকেনি? এখন বুদ্ধবাবু তো বলছে আমরা নাকি মাওবাদী। সম্ভবত দিদিমনির কানেও এটা ঢুকলো। আমাদের বলার কিছু নেই। সেদিন বিধানসভায় বুদ্ধবাবু বললো - ধর্ষনের প্রমান মেলেনি। ওখানে তার এই কথার কেউ কোন প্রতিবাদও করে নি। যখন আমরা টিভি দেখছি তখনও ভাবলাম আমাদের মান-ইজ্জত এদের কাছে প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। গ্রামের এই গৃহবধু যে রূপে যেভাবে আক্রান্ত হলেও তারা সব মিলিয়ে চুপ থাকবে। আবার উষা নাইডু খেজুরীর রাস্তায় মার খেলো তার বিরুদ্ধে ৮ই শ্রাবন (২৪শে জুলাই) খেজুরীতে মানস বাবুর মিটিং করার ছবি দেখলাম। মানস বাবুর প্রতিবাদও দেখলাম। পরের দিন তাদের রেল রোকো দেখলাম। মানসবাবুর ভাষনও শুনতে পেলাম। তিনি বললেন টিএমসি-তে যে সিপিএমরা ঢুকলো তারা বাধা দিচ্ছে। এখানে আমাদের বলার কিছু নেই। কেননা সিপিএম বালা যখন টিএমসি বালা হয়ে গেল তখন ওরা যে নোংরা কাজ করবে তার দায় কে নেবে? এখানে আমাদের প্রশ্ন খেজুরী নিয়ে কংগ্রেস ও টিএমসি কি বলছে বা করছে তা নয়। আমাদের প্রশ্ন হল পশ্চিমবাংলার চারিদিকে মানসবাবুর লোক ২৫শে জুলাই রেল অবরোধ, পথ অবরোধ করতে পারে। কিন্তু আমরা নারী ইজ্জত বাঁচাও কমিটির নামে সমস্ত গ্রামীন মহিলা কৃষক পরিবারের গৃহবধু রেল অবরোধ করি তখন সরকার বললো মাওবাদীদের রেল অবরোধ। এর বিরুদ্ধে কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত কেউ মুখ খোলে নি। আমরা বেশি পড়াশুনা করিনি, শহুরে লোক নই, অভিজাত পরিবারের নই, ভদ্রলোকও নই, গরীব খেটে খাওয়া মানুষ। তাই আমরা মুখ খুললে কংগ্রেস-সিপিএম এর সেনারা আমাদের রেপ্ করছে, এই রেপের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে আবার আক্রান্ত হচ্ছি, সরকারের বাবুরা আমাদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে আরো কাটা ঘায়ে নুনের ছেটা দিচ্ছে। সরকারে থাকা মন্ত্রী-নেতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দলের সংসদ, স্থানীয় প্রশাসন কেউ এর বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারন করছে না। এরকম ব্যবহার যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখানো ছাড়া অন্য কি করা সম্ভব বলুন কবীর বাবু।

আমরা এই চিঠিতে আপনাকে আর একটা সরকারী কু-প্রচেষ্টাকে তুলে ধরবো। ঝাড়গ্রামের রাধানগরে বাসিন্দারা আমাদের মিছিল করতে দেয়নি। গ্রামে হার্মাদ বসে পুলিশকে উসকালো। সেবায়তন স্কুলের পড়ুয়ারা মিছিল করতে বের হলো কিন্তু প্রধান শিক্ষক দৌড়ে পুলিশের কাছে খবর দিতে গেলো। এই প্রধান শিক্ষকের আমাদের মতো মা-বৌ-বোন থাকলেও তারা হার্মাদ, গণ-প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশের হাতে সুরক্ষিত। তাই আমাদের ইজ্জতের জন্য প্রধান শিক্ষকের কোন চিন্তা নেই। তিনি সিপিএম ও পুলিশের পক্ষে দাঁড়াবেন। এই সমস্ত কিছু সিপিএম কেন করাচ্ছে। ২৪শে জুলাই এর রাধানগর মিছিল সিপিএম এর লালিত পালিত মিছিল। এটা সবাই জানে। তবুও দেখুন সত্য কথা বের হয়না। তাই আমরা আবার বলবো - আমাদেরকে যারা ধর্ষণ করলো তাদের সরকার যতদিন রক্ষা করবে ততদিন আমরা আরো আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়বো।

কবীর বাবু, আমাদের এই লড়াইতে আপনি যোগ দিন। শুধু আপনি নন, সমস্ত সংসদ সদস্যকে আমরা চিঠি লিখছি। আপনি এই চিঠিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে সংসদে শুনান। এই চিঠি প্রত্যেক সংসদ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে শিল্পী, লেখক, সাহিত্যিক, কবি, বুদ্ধিজীবীরা আছেন তাঁদের হাতে পৌঁছে দিন। আমাদের কন্ঠস্বর হয়ে সংসদে দাঁড়ান। কোলকাতা থেকে দিল্লী আর দিল্লী থেকে কোলকাতার রাস্তায় আমাদের এই চোখের জলের গাথা সমস্ত মানুষকে শুনিয়ে এবং আমাদের ইজ্জত সম্মান বাঁচান। আমাদেরকে সবার মতো জীবন চালানোর অধিকার আছে বলে সংসদে বুঝিয়ে দিন। সংসদে যে সমস্ত বড়ো লোক বসে আছেন তাদের পরিবারের মা-বোনেদের যেমন ইজ্জত-সম্মান আছে তেমনি আমরা গরীব হলেও আমাদেরও তো ইজ্জত আছে, সম্মান আছে। কিন্তু সংসদ থেকে আপনারা আমাদের গ্রামে মাঠে জঙ্গলে যে সেনাকে পাঠালেন তারা আমাদের শান্তি, সান্ত্বনা দিয়ে আমাদের রক্ষক হিসাবে আসে নি, ওরা এসেছে ভক্ষক হিসাবে। তাই এদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। এদের আর কোথাও পাঠাবেন না। এই বার্তা আপনি আমাদের পক্ষ থেকে সংসদ সহ সর্বত্র পৌঁছে দিন। আমাদের ভালবাসা নেবেন।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

০৩-০৮-১০

নারী ইজ্জত বাঁচাও কমিটি

জঙ্গলমহল